Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আক্তার

রোলঃ 216020829

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দীন শাকিল

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা আক্তার

রোলঃ আসমা আক্তার

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা আক্তার, আইডিঃ 216020829 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে “ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Asma Akther

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

আসমা আক্তার

আইডিঃ 216020829

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের পরিচয় 5

মানবতা 5

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের সূচনা 5

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের কিছু উদাহরণ..6

বর্হিবিশ্বের উদাহরণঃ 6

বাংলাদেশের উদাহরণঃ...7

হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডারের মধ্যে পার্থক্যঃ 10

হিজড়া 10

ট্র্যান্সজেন্ডার 11

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ..11

আইন প্রণয়ন:...12

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের ক্ষতিকর দিক 15

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সম্পর্কে শরীয়ি দৃষ্টিভঙ্গি..15

কথোপকথন 18

পরিশেষে..19

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের পরিচয়

হাজারো ঈমান বিধ্বংসী ও শরীয়ত পরিপন্থী মতবাদের মত বর্তমান বিশ্বে উদ্ভট এক মতবাদের সূচনা হয়েছে যার নাম ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ।

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের মূল বিষয়বস্তু হলো কোনো পুরুষের যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে হয়', তাহলে সে একজন নারী।

অনুরূপ, কোনো নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয় তাহলে সে একজন পুরুষ। সমাজ ও আইন নারী বা পুরুষ এই 'মনে হওয়ার' এর ভিত্তিতে তাদেরকে বিবেচনা করবে। অপারেশনের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হোক বা না হোক। ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ 'জেন্ডার আইডেন্টিটি 'বা 'লিঙ্গ পরিচয়' মতবাদ নামেও পরিচিত।

মানবতা

পশুত্বর বিপরীত হচ্ছে মানবতা। একজন মানুষ যখন তার কর্মে, আচার-আচরণে, কথাবার্তায় মানুষের উপকার করে বা মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তখন এই ধরনের মানুষের গুণাবলীকে মানবতা বলে। ইসলাম ধর্মের প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে মানবতা। ইসলাম মানবতার সাথে বিশ্ববাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মানবতার সবক শিখাতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''কোনো বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে, আল্লাহ তা'আলাও ততক্ষণ তাকে সাহায্য করতে থাকেন। ''

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের সূচনা

ট্র্যান্সজেন্ডার একটি নন-বাইনারি ও এলজিবিটি এর সমর্থক শব্দ l LGBT Rights Movement বা এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন। এলজিবিটি মূলত লেসবিয়ান (নারী সমকামী), গে(পুরুষসমকামী) বাইসেক্সুয়াল (উভকামী) এবং ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে গঠিত। ১৯৬৫ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্ট প্রফেসর John F. Oliven ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আজকাল যেটাকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলা হচ্ছে আগে সেটার নাম ছিল ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual)। নানান ঘটনা প্রবাহ আর তত্ত্বের মিশেলে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল ট্র্যান্সজেন্ডার হয়ে উঠতে শুরু করে

সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে। সমকামী আন্দোলনের জনক ম্যাগনাস হার্শফেল্ড ১৯২৩ সালে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual) শব্দটির উদ্ভাবন করেন। হার্শফেল্ডের মতে "ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual) এমন মানুষ, যারা চিকিৎসা এবং অস্ত্রপচারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে বিপরীত লিঙ্গের মতো করতে চায় স্থায়ীভাবে। " ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যায় ট্র্যান্সসেক্সুল শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে। যৌনতা সংক্রান্ত মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। তবে শব্দটাকে জনপ্রিয় করে তোলে হ্যারি বেঞ্জামিন পঞ্চাশের শতকের শুরু থেকে লেখা আর বক্তব্যের মাধ্যমে সে ক্রমাগত ট্র্যান্সসেক্সুলবাদের ধারণা প্রচার করতে থাকে। শুরুর দিকে ট্র্যান্সজেন্ডার বলতে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হরমোন ও সার্জারি আশ্রয় নিতো তাদেরকে বোঝানো হতো। ট্র্যান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা এখন অনেক ব্যাপক, এমনকি যারা ক্রসড্রেজার (যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণকারী) তারাও ট্র্যান্সজেন্ডার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা বর্তমানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, মনের ইচ্ছাধীন বিষয়, অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্র্যান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারে।

-ট্র্যান্সজেন্ডরিজম মতবাদ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপট, ডঃ মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, পৃ:৭-৮

১৯৯০ সালের পর থেকে ট্র্যান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের কিছু উদাহরণ

বর্হিবিশ্বের উদাহরণঃ

রিচার্ড লাভিন: জন্ম ১৯৫৭ সালে ধনী ইহুদি পরিবারে। পড়াশোনা করেছে ম্যাসাচুসেটসের এক অভিজাত বয়েজ স্কুলে। তারপর হার্ভার্ড আর টুলেইন ইউনিভার্সিটি নিয়েছে থেকে উচ্চতর ডিগ্রী। ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রিচার্ড এখন আমেরিকার পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু রোগ ও মানসিক রোগের প্রফেসর। ১৯২৮ সালে বিয়ে করা রিচার্ড ইতোমধ্যে দুই সন্তানের জনক। ২০১১ সালে দুই সন্তানের

জনক ও ৫৪ বছর বয়সে রিচার্ড ঘোষণা করে, সে আসলে একজন নারী। নতুন নাম নেয় র‍্যাইচেল ২০২১ সালে রিচার্ড,না সরি,'র‍্যাইচেল', আমেরিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব হেলথ মনোনীত হয়। সরকারি সব ঘোষণায় বলা হয়, লাভিন আমেরিকার জনস্বাস্থ্য বাহিনীতে কাজ করা প্রথম ফোর স্টার 'নারী অফিসার '।

জেইমস প্রিটযকার: আমেরিকার সবচেয়ে ধনী পরিবার গুলোর একটি হলো প্রিটযকার পরিবার। বিখ্যাত হায়াত হোটেল, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি বানানো ও সাপ্লাই ও অস্ত্র বানানোরসহ বিভিন্ন ব্যবসার মালিক তারা। তাদের পারিবারিক সম্পত্তির মোট পরিমাণ হয়তো তারা নিজেরাও ঠিকঠাক জানে না। এই বিলিয়নেয়ার ইহুদি পরিবারের সন্তান জেইমস প্রিটযকার মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেয় ২০০১ সালে। দুইবার বিয়ে করা জেইমস প্রিটযকার এক মেয়ে দুই ছেলে সন্তানের পিতা। ২০১৩ সালে ৬৩ বছর বয়সে ভদ্রলোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে এবং আইনিভাবে নিজের নাম পরিবর্তন করে। তার নতুন নাম জেনিফার। 'জেনিফার ' প্রিটযকারকে প্রথম ট্র্যান্সজেন্ডার বিলিয়নেয়ার বলা হয়। জেনিফার প্রিটযকার এবং তার পরিবার ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অর্থায়নের পেছনে সবচেয়ে বড় খেলোয়ারদের অন্যতম। এই এজেন্ডার প্রসারের পেছনে সবচেয়ে বেশি ফান্ডিং করা প্রতিষ্ঠানসমূহের লিস্ট করা হলে প্রিটযকারের গড়ে তোলা টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের নাম থাকবে প্রথম তিনের মধ্যে।

ব্রুস জেনার: ১৯৪৯ সালে জন্ম নেওয়া আমেরিকান ক্রীড়াবিদ এবং বিশ্ব রেকর্ড করা অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট। খেলাধুলা থেকে অবসর নেয়ার পর ব্যবসা আর বিনোদন জগতে সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলে ব্রুস জেনার। নাম করেছিল কার রেসিংয়েও। তিন বিয়ে থেকে মোট ছয় সন্তানের বাবা সে। ২০১৫ সালে হঠাৎ নিজেকে নারী ঘোষণা করে ব্রুস জেনার। বলে, এখন থেকে তার নাম ক্যাইটলি। সেই সময়টাতে 'ক্যাইটলিন' ছিল সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল ট্র্যান্সজেন্ডার। তার রূপান্তরের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় মিডিয়াতে। - জন্মগত হিজড়া বনাম ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ, পৃ: ১০-১১

বাংলাদেশের উদাহরণঃ

শারমিন আক্তার ঝিনুক : শারমিন আক্তার ঝিনুকের জন্ম চট্টগ্রামে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে ২০১২ সালে ট্রেড অ্যাপ্রেনটিস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েতে চাকরি পেয়েছিলেন। ৩০ বছর বয়সি শারমিন আক্তার ঝিনুক ২০২০ সাল থেকে পুরুষে রূপান্তরের চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপ শুরু করেন। প্রথম আলোতে দেওয়া প্রতিবেদন অনুসারে ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুন:স্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন, এতে খরচ হয়েছে প্রায় ৭ লাখ টাকা। শারমিন আক্তার ঝিনুক নামের মেয়েটির বর্তমান নাম জিবরান সওদাগর। চাকুরীর কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই আছেন। এই নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল কিন্তু অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছেন তিনি। তার ভাষায়-

জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগতো না। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না।...'

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, শারমিন আক্তার ঝিনুকের অন্য নারীর প্রতি অর্থাৎ সমলিঙ্গের প্রতি বিকৃত কামনা ছিল, নিজেকে এবং নিজের বিকৃত কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন। এখন আবদার করছেন আইন ও সমাজ তাকে যেন পুরুষ হিসেবেই মেনে নেয়।

হোচিমিন ইসলাম : বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হোচিমিন ইসলাম। বাংলাদেশে এলজিবিটি প্রচার প্রসার এবং স্বাভাবিকীকরণে আইকন হিসেবে কাজ করছে এই হোচিমিন। ২০২০ সাল থেকেই হোচিমিন কে বিভিন্ন মিডিয়াতে বিশেষভাবে ফোকাস করা হচ্ছে। তাই হোচিমিন

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া আবশ্যক মনে করছি। হোচিমিনের আসল নাম রুকন। তার জন্ম বগুড়া জেলার বারোপুর গ্রামে। ইন্ডিয়া থেকে পরিচালিত দক্ষিণ এশিয়ায় সমকামীতার প্রচার ও প্রসারের কাজ করে থাকে SAYAN নামক একটি সংস্থা। হোচিমিন ইসলাম এই SAYAN এর কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমকামীদের প্রথম ম্যাগাজিন 'রূপবান' যেটি ২০14 তে প্রকাশিত হয়। হোচিমিন 'রূপবান ' ম্যাগাজিনের নিউজরিডার। সময় টিভির এক প্রতিবেদনে হোচিমিন বলছেন,

" ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষ যারা তারা হচ্ছে তাদের জন্ম হয় ছেলে হিসেবে, বাট সামহাও, তাদের শৈশব বা কৈশোর যাবার পরে.. যেমন আমার জীবনের ২১ বছর পার হওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি আমি একজন পুরুষ না। আমার নিজেকে বুঝতে, আমার নিজের যৌনতাকে বুঝতে আমার একুশটা বছর পার করতে হয়েছে.. "-

৭ই অক্টোবর ২০২৩- এ প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'অস্ত্রোপ্রচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই : হোচিমিন ইসলাম ' শিরোনামের প্রতিবেদনে দেখা যায় -হোচিমিন ইসলাম বলেন, 'আমার শরীরটা পুরুষের ছিল,কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী। অস্ত্রোপ্রচারের আগে আমার শরীরটা ছিল পুরুষের। নিজের আইডেন্টিটি বা পরিচিতির জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রোপ্রচার করাটা জরুরী ছিল'

হোচিমিন ইসলামের কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক কোনো সমস্যার সম্পর্ক নেই। হোচিমিন ইসলাম 'লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন করেছেন '২০২৩ সালে। কিন্তু এর কমপক্ষে তিন বছর আগে থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে তাকে এবং তার মত অন্যদের নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি করে আসছেন তিনি। অর্থাৎ, তাদের দাবি হলো অস্ত্রপ্রচার হোক বা না হোক, যখন থেকে কেউ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করা শুরু করবে, তখন থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে এ দাবি মেনে নিতে হবে।

---আসিফ আদনান, জন্মগত হিজড়া বনাম ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের প্রচার, প্রসারের পাশাপাশি হোচিমিন একজন প্রকাশ্য ইসলামবিদ্বেষী। হোচিমিনের ফেইসবুক টাইমলাইন থেকে জানা যায় ইসলামবিদ্বেষী ও নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিন ও তসলিমা নাসরিনের অনুসারী ও অন্ধভক্ত এই হোচিমিন। তাদের ইসলাম বিদ্বেষ নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং সমাজে তা ছড়িয়ে দিতে চায়।

হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডারের মধ্যে পার্থক্যঃ

বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণ একটু কঠিন বিষয়। তাই এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে অ্যাক্টিভিস্ট, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া ও বিভিন্ন এনজিও কৌশলে হিজড়াদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। হিজড়াদের প্রতি মানুষের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিকৃত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। তাই হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সবার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা চায়।

হিজড়া

১। এটি জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল সমস্যা। ল্যাব টেস্ট (জেনেটিক ও বায়োলজিক্যাল) করে প্রমাণ করা যায়।

২। এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি ৫০০০ শিশুর একজন হিজড়া হতে পারে।

৩। অস্পষ্ট বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে। কারো ক্ষেত্রে বয়:সন্ধি, এমন কি ২০-২৫ বছর বয়সেও শারীরিক পরিবর্তন হতে পারে ।

৪। প্রকৃত মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকা কেউ পুরুষ (জেনেটিক) হিসেবে শনাক্ত হতে পারে যখন বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাসিক বা রক্তস্রাব শুরু হচ্ছে না।

৫। হরমোন বা সার্জারি করে পরিপূর্ণ নারী বা পুরুষ হওয়া যায় না, যারা সন্তান জন্ম দিতে পারে।

৬। হিজড়াদের জন্য ইন্টারসেক্স(Intersex) বা আন্ত:লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ট্রান্সজেন্ডার

১। এই পরিচয় হচ্ছে আত্ম-অনুভূতি (self perceived) মানসিক অবস্থা যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে 'ভুল দেখে আটকা পড়েছে' বলে মনে করে।

২। এটা সচরাচর ল্যাপ টেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না। এটা স্বঘোষিত ব্যাপার।

৩। হরমোন বা সার্জারি করে ট্র্যান্সজেন্ডার হলো কিনা তা মুখ্য নয়। এই পরিচয় যেভাবে প্রকাশিত হতে পারে- নাম পরিবর্তন, নতুন সম্মোধন, পোশাক পরিবর্তন, মেকাপ পরিবর্তন।

৪। সার্জারি করে জরায়ু বানানো যায় না। আবার কার্যকরী পেনিস ও তৈরি করা যায় না যা দিয়ে বীর্যপাত হয়।

৫। গবেষণা অনুসারে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে ২০% ট্র্যান্সজেন্ডার মেডিকেল চিকিৎসা করে বাহ্যিক নারী বা পুরুষের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও বাস্তবে 97% এর ট্রান্স নারীর পেনিস থাকে, তেমনিভাবে ট্র্যান্স পুরুষের যোনী থাকে।

৬। ট্র্যান্সজেন্ডাররা মূলত সমকামী আবার বাই সেক্সুয়ালও হতে পারে।

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ

মিডিয়া: বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করছে মিডিয়া। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিবেদন, নাটকের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে। মিডিয়া ট্র্যান্সজেন্ডারকে সংখ্যালঘু, সুবিধা বঞ্চিত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের টকশোতে অতিথি হিসেবে নারী সাজা পুরুষদের আনা হয়েছে। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমে ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগীতাতে নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচক লিখলেই 'পুরস্কার' পাচ্ছে সাংবাদিকরা।এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী ৫৬ জন সাংবাদিককে মিডিয়া ফেলোশিপ দিয়ে

পুরস্কৃত করেছে তারা। এছাড়া একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে 'ট্র্যান্স টক' নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্র্যান্সজন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ।[Bandhu Annual Report 2021,P-52]

আইন প্রণয়ন:

বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ২০২৩ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার আইন দ্রুত পাস হবে' শিরোনামে এক খবরে বলা হয়েছে, "সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।..."
অধিকারের নামে আইন প্রণয়ন করে এ ধরনের বিকৃতিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছে।

৫ ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্র্যান্সজেন্ডার সন্তানরা' শিরোনামে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

এ প্রক্রিয়ার পিছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার।

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে '। ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু'র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু'র ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, " সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধুর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং ট্র্যান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে। " [অবক্ষকাল, পৃ:২৪৪]

অর্থাৎ ২০২২ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সাল নাগাদ খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। ধারণা করা যায় ২০২৪ বা ২০২৫ এর মধ্যে এই আইন সংসদে পাস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পাঠ্যপুস্তক: সামাজিকভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্র্যানজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতা স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প ' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফ বলছে,

'আমার শরীরটা ছেলেদের মত হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে.. '

এ গল্পের 'শরিফা' নিজেই স্বীকার করেছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ। যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে।

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফকে একজন বলছে,

'আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার। '

একই বই আর ৫৩ পৃষ্ঠার বলা হয়েছে,

"ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।
'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

" আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। "

"এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। "

"একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয় এর ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজে যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা

'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয় এর সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।"
তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দটা বাদ দেওয়া হয় কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে যায় একই।
২৪ সালের বইয়ে গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে -'আমার শরীরটা ছেলেদের মত হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে..। '
নতুন বইয়েও শোনানো হয়েছে সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে নিয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরিফা হওয়ার গল্প। ৪২ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,
"আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যও নয়। "
আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের। [অবক্ষয়কাল,পৃ :২৪৬]

এনজিও: ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন এনজিও। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওগুলো। সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকা করলে প্রথম তিনের মধ্যে নির্ঘাত একটি নাম পাবেন, আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation)।এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে আমেরিকান বিলিয়নেয়ার জন স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার নিজে একজন সমকামী।
২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া আরকাস ফাউন্ডেশনের অনুদানের পরিমাণ ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার। পরের ১২ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে আরও বহুগুণ। স্ট্রাইকারের সাথে অনেকদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার এবং তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে এলজিবিটিকিউ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থাকে সব মিলিয়ে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছে।
আরকাস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সংস্থার মধ্যে প্রথমেই আসবে ইলগা (ILGA) এর নাম। ১৬০ টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০ টেরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে। আবার বাংলাদেশে যারা সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে কাজ করছে, তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে এই আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশীদেরও আনাগোনা।

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের ক্ষতিকর দিক

- মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন
- সামাজিক ও আইনি সমস্যা
- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ
- অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ
- পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সম্পর্কে শরীয়ি দৃষ্টিভঙ্গি

মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন নারী অথবা পুরুষ হিসেবে। সৃষ্টি করেই তিনি ছেড়ে দেননি দিয়েছেন সুস্পষ্ট বিধি-বিধান। মহান আল্লাহ দেহ আর আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ, যাকে তিনি নারীদের দেহ দিয়েছেন সে নারী এবং মহান আল্লাহ ভুল করেন না। ইসলামী শরীয়তে জন্মগত লিঙ্গ এবং মনস্তাত্তিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। ইসলামের হারাম- হালাল, জায়েজ -নাজায়েজ, ভালো -মন্দ সবকিছুর মাপকাঠি কুরআন। আর এই কুরআন থেকেই আমরা আল্লাহ সুবাহানাতালা যে নারী ও পুরুষ হিসেবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি।
'আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী। '
[সূরা নাজম, আয়াত: ৪৫]

'আর শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী।'

[সূরা লাইন, আয়াত: ৩]

'বস্তুত পুত্র কন্যার মত নয় '
[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৩৬]

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' [সূরা রুম, আয়াত: ২১]
'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে, আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।'
[সুরা নিসা, আয়াত :১]

আল্লাহ সুবহানাতায়ালার দেওয়া দেহ এবং বিধিনিষেধ অমান্য করে কেউ যদি নিজেকে তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্র্যান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে চায় তবে তা সরাসরি আল্লাহর সীমালংঘন ও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হবে।
ইসলামী শরীয়তে সমকামিতা শুধু হারাম না বরং চরম পর্যায়ে সীমালংঘন। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের ৭০টির বেশি আয়াতে লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সীমালংঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা আছে।
'আর আমি প্রেরণ করেছি লুতকে। তিনি সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি '?
[সূরা আল আরাফ, আয়াত: ৮০]

'আমি তাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখো! গুনাগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে'। [সূরা আরাফ, আয়াত : ৮৪]

'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসলো, তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোরামাটির পাথর।'
[সূরা হূদ, আয়াত :৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন,
' আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না, যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়।' [ইবনু আবি শাইবাহ, হাদিস: ১৬৮০৩, তিরমিজি, ১১৬৫]

ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
'অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কওমে লুতের অনুরূপ (অর্থাৎ সমকামিতা) করে। ' [মুসনাদ ইমাম আহমদ, সহিহ আম-জামি' আল-আলবানি]
অপর হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
' যে ব্যক্তি লুত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লুত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তায়ালার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লুত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তায়ালার লানত আরোপিত হোক তার ওপর!' [মুসনাদে আহমদ, ২৯১৫]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
'তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সেই পাপাচারী এবং যার উপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা করো। '
[ইবনু মাজাহ, ২৫৬১, আবু দাউদ, ৪৪৬২, তিরমিজি, ১৪৫৬]
ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। বিতাড়িত হওয়ার সময় ইবলিশ মহান আল্লাহকে বলেছিল,
'...অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো,ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে

আদেশ করবো, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। '[সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৮ -১১৯]

কথোপকথন

মুসলিমা: আসসালামু আলাইকুম, খুশি আপা। আপনি কেমন আছেন?

খুশি আপা: ওয়া আলাইকুমস সালাম, মুসলিমা। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

মুসলিমা: আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। কিন্তু খুশি আপা, আপনি ছেলেদের মত শার্ট-প্যান্ট পরে আসেন কেন?

খুশি আপা: আসলে মুসলিমা, আমার শরীরটা নারীর মত হলেও, আমার তো 'মনে মনে' নিজেকে পুরুষ মনে হয়।

মুসলিমা: কি বলছেন এসব! খুশি আপা।

ছোট থেকে আপনাকে তো আমরা মেয়ে হিসেবেই জানি।

খুশি আপা: আমার শরীরের সাথে মনের কোনো মিল নেই, মুসলিমা। আমি ছোট থেকেই সুস্থ, স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বড় হলেও আমি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতাম না। আমার আকর্ষন কাজ করতো মেয়েদের প্রতি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করে শরীরকে পরিবর্তন করে নেবো।

মুসলিমা: খুশি আপা আপনার ধারণা ভুল। আপনার যে সমস্যা তা মনের। মনের সমস্যার জন্য মনের চিকিৎসার প্রয়োজন। তা না করে আপনি শরীরকে পরিবর্তন করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

আল্লাহ কেবল আমাদের বাহ্যিকভাবে নারী বা পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেননি আমাদের আভ্যন্তরীণ গঠনও নারী বা পুরুষের মত। আপনি বাহ্যিকভাবে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারলও আভ্যন্তরীণ ভাবে আপনি কিছুতেই পুরুষে পরিণত হতে পারবেন না। আপনি পারবেন না আপনার প্রজনন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে।

খুশি আপা : এভাবে তো চিন্তা করিনি, মুসলিমা।

মুসলিমা: নারী থেকে পুরুষ সাজা বা পুরুষ থেকে নারী সাজা সমকামীতারই নামান্তর। আর ইসলামে এটা চরম পর্যায়ের কবিরা গুনাহ। আর অস্ত্রোপচার করে শরীর পরিবর্তন করা সৃষ্টির বিকৃত করা। যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

খুশি আপা : আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি মুসলিমা। আমি চেষ্টা করবো এই বিকৃত চিন্তা থেকে বের হয়ে আসার। আর একজন ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চিকিৎসা করার।

মুসলিমা : আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন,

ইনশাআল্লাহ।

খুশি আপা : জাযাকিল্লাহু খইরান, মুসলিমা।

পরিশেষে

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের উত্তম জাতির রূপে পৃথিবীতে আবির্ভাব করিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো উত্তম কাজে মানুষকে আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মেনে নিলে যে শুধু আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না, বরং এটা ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি মানব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। কাজেই একজন মুসলিমের পক্ষে কোনোভাবেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অবস্থান নিতে হবে। অবস্থান নিতে হবে বিকার এবং বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের ফলাফল হবে সমাজের নৈতিকতাও মূল্যবোধের কাঠামোকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা। ঈমান বিধ্বংসী এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হওয়া এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিবাদ করা সবার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে এই ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করুন, আমিন।